গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৭০ E-mail- pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

তথ্যবিবরণী নম্বর: ০৭

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের আলোচনা সভায় বিপণন সুবিধা বাড়ানোর দাবি মৎস্য চাষীদের

ময়মনসিংহ (২৫ জুলাই, ২০২৩ খ্রি.):

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৩ উদযাপনের উদ্বোধনী আলোচনা সভায় মৎস্য চাষীরা উৎপাদিত মাছ প্রক্রিয়াজাত করে দেশ ও বিদেশের বাজারে রপ্তানির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী উত্থাপন করেন। সেইসাথে তারা মৎস্য প্রক্রিয়াকরণের আরও কারখানা তৈরি এবং ঋণ সুবিধাসহ আর্থিক ও কারিগরী সহায়তার আবেদনও জানান। মৎস্য খাদ্যের গুণগত মানের পরীক্ষা ও ক্রয় ক্ষমতা চাষীদের মধ্যে রাখা এবং গুরুত্বপূর্ণ আড়ৎ বা লেন্ডিং সেন্টারে মৎস্য সংরক্ষণাগার ও শুটকি তৈরির ড্রায়ার স্থাপন করার দাবীও তারা এ অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন। ময়মনসিংহ জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের আয়োজনে মঙ্গলবার (২৫ জুলাই) নগরীর জেলা পরিষদ সম্মেলনকক্ষে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৩ এর এ আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

ময়মনসিংহে অপরিকল্পিতভাবে ও প্রাকৃতিক উপায়ে মাছ চাষ বিপণন ও উৎপাদনের ফলে মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। মৎস্য হ্যাচারির মালিকগণ বীমা ও প্রাথমিক পর্যায়ে প্রণোদনা পেলে মৎস্য উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পেতো বলে মনে করেন মৎস্য চাষীরা। হ্যাচারির মালিক ও চাষীরা দাবী করেন যে, অন্যান্য এলাকার ন্যায় ময়মনসিংহ বিভাগে অঞ্চলভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়ন, বাণিজ্যিকভাবে দ্রুত রেজিস্টেশন ও বীমার আওতায় নিয়ে আসা, মাছের রোগ জীবাণু, মাটি ও পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুন পরীক্ষার জন্য জেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরি এবং একটি আধুনিক প্রযুক্তি সুবিধা সম্পন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং খাদ্যের দাম সীমিত পর্যায়ে রাখার দাবী উত্থাপন করেন।

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মোঃ আনোয়ার হোসেন প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু গণভবনের পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে জাতীয় মৎস্য দিবস পালনের সূচনা করেন। বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এলক্ষ্য বাস্তবায়নে ২০৪১ সালে মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা বর্তমান উৎপাদনের চেয়ে ১.৮ গুণ বেশি।

প্রধান অতিথি আরো বলেন, বাঙালির সুস্বাস্থ্যের প্রতীক হচ্ছে মাছ। মৎস্য চাষকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলে দেশের ঘাটতি পূরণ করেও বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বেকারত্ব দূরীকরণে এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মোঃ মোস্তাফিজার রহমান বলেন, ময়মনসিংহের জন্য একটি সুখবর হলো বাংলাদেশের মধ্যে ময়মনসিংহ বিভাগ মৎস্য উৎপাদনে প্রথম। মৎস্য চাষীদের আধুনিক ও উন্নতর প্রশিক্ষণের মধ্যদিয়ে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলে দেশীয় ভোক্তাদের নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ নিশ্চিত করার পরও রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব।

ময়মনসিংহ বিভাগের মৎস্য অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ নজরুল ইসলাম বলেন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ময়মনসিংহে মাছ উৎপাদন হয়েছে ৪ লাখ ২ হাজার ৫শ ৬৮ দশমিক ৮৭ মেট্রিক টন। মোট মাছের চাহিদা ১ লাখ ২৬ হাজার ৫৪ দশমিক ৭৯ মেট্রিক টন। উদ্বৃত্ত মাছের পরিমাণ ২ লাখ ৭৬ হাজার ৫ শ ১৪ হাজার ০৮ মেট্রিক টন। মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ বাস্তবায়ন ও মৎস্য হ্যাচারী আইন ২০১০ এবং মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার প্রতিরোধে আইন বাস্তবায়নে অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে সরকারিভাবে মৎস্য পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে । জেলা মৎস্য কর্মকর্তা দিলীপ কুমার তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, ভ্যালু এডিশন এর মাধ্যমে পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের বৃদ্ধিকরন এবং অঞ্চল ভিত্তিক হাওর, চরাঞ্চলে প্রকল্প গ্রহন করা হচ্ছে।

এই লক্ষে সকাল ১০ টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সংলগ্ন পুকুরে পোনামাছ অবমুক্তকরণ করা হয়। সকাল ১০.১৫ মিনিটে ব্যানার ফেস্টুন সহযোগে সড়কে বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধনী ও আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ডিআইজি আবিদা সুলতানা, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামিলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে মোঃ এহতেশামুল আলম ও এডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন বাবুল। ময়মনসিংহ মৎস্য হ্যাচারী ফার্ম ওনার্স এসোসিয়েসনের সহসভাপতি এ কে এম নূরুল হক বক্তৃতা প্রদান করেন।
আলোচনা শেষে হ্যাচারী মালিক ও মৎস্য চাষীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

#

হুদা /মনির/রিদওয়ান/দেওয়ান/সজিব/২০২৩/১৪.০০ ঘণ্টা